তারিখ ... ...২৬/২/৮৫ ...
পৃষ্ঠা... .. ...২ কলাম ৭ ... ...

ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯১

এবারের গ্রন্থমেলা ও গ্রন্থসপ্তাহ

একুশের বইমেলা এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সারা দেশে জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহও শুরু হইয়াছে। জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বইয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও বইয়ের প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বইমেলা ও এই ধরনের আলোচনা সভার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে বইয়ের প্রকাশনা হইতে বিক্রি বা বিতরণ পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমস্যার অন্ত নাই। গ্রন্থজগৎ নানা সমস্যায় আকীর্ণ। কাগজ, কালি, মুদ্রণ ব্যয় হইতে শুরু করিয়া গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু এসব সমস্যা অতিক্রম করিয়া একটি বই প্রকাশিত হইলেও তাহা বিক্রি হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশকেরা গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহ হারাইয়া ফেলেন। এই অবস্থায় দেশে প্রকাশনা সংকট ক্রমেই প্রকট হইতেছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হইতেছে প্রকাশনা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির দাম কমানো এবং বইয়ের বিক্রি বাড়ানো। বইয়ের বিক্রি বাড়ানোর জন্য এই ধরনের গ্রন্থমেলা, আলোচনা ও প্রচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে বইয়ের উন্নত বিতরণ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। প্রকাশিত বইয়ের প্রচারও কম। সে জন্যও অনেক বই পাঠকদের হাতে আসে না। এ অবস্থায় বইমেলা ও গ্রন্থসপ্তাহের প্রচারের মধ্য দিয়া বইয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয়ের একটি যোগসূত্র গড়িয়া ওঠারও সুযোগ ঘটে এবং বই সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণভাবে বই সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ কম। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। তাই পাঠক সংখ্যাও কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য যে কারণটিও তুচ্ছ নয়, তাহা হইতেছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজে বই কেনা বা পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও কঠিন। কিন্তু দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ছাড়াও বইয়ের প্রতি আগ্রহহীনতা এবং পাঠে অনভ্যাসও নিতান্ত কম নয়। অন্যান্য অনেক অপব্যয়ে পয়সা জুটিলেও আমাদের বই কেনার পয়সা জোটে না। ইহাও কম দুর্ভাগ্যজনক নয়। সুতরাং পাঠ বা বইয়ের প্রতি এই অনীহা দূর করিতে হইলে বইমেলা বা বই সম্পর্কিত প্রচার ও আলোচনা খুবই দরকারী। আমাদের চেতনা ও রুচি উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে বইয়ের প্রতি আমাদের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ব্যাপক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা।

বলা বাহুল্য, এই ব্যাপক পঠন-পাঠনের জন্য চাই উন্নত পাঠাগার। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের হাতে বই পৌঁছাইয়া দিতে হইলে এবং বিপুল সংখ্যক পাঠক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে হইলে সারাদেশে পাঠাগার আন্দোলন গড়িয়া তোলা দরকার। এ ধরনের বইমেলা ও গ্রন্থসপ্তাহ পালনের পাশাপাশি এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা কর্তব্য। উন্নত ও সমৃদ্ধ পাঠাগারের মাধ্যমেই পাঠকদের কাছে বই পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব। পাঠাগার ও উপযুক্ত পাঠকক্ষের অভাব আমাদের মারাত্মক। বই পড়ার ক্ষেত্রে এইসব সংকট আমাদের মনের দীনতাকেই প্রকট করিয়া তুলিতেছে। ভালো বইয়ের কোনো বিকল্প হয় না। অধিক সংখ্যক পাঠকের হাতে বই পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য সারাদেশে শিক্ষায়তনগুলিতে যেমন উন্নত পাঠাগার গড়িয়া তোলা আবশ্যক তেমনি সাধারণ পাঠাগার গড়িয়া তোলার প্রতিও মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। আমরা আশা করি, এবারের গ্রন্থমেলা ও গ্রন্থসপ্তাহের প্রেরণা এই চেতনা ও মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সহায়ক হইবে।